বিজ শুদ্ধাচার নীতিমালা

বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)

বিজ শুদ্ধাচার নীতিমালা

ভূমিকা ঃ

রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরে দূর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/National Integrity Strategy তে সকল সরকারী বেসরকারী ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (এমআরএ) অত্র প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিধি বিধান ও নীতিমালা সংবলিত নির্দেশনা প্রদান করেন। বিজ শুদ্ধাচার নীতিমালা অত্র প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানের সুষ্ঠ প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদান করে যা পালন করতে বিজ অঙ্গিকারবদ্ধ। অত্র প্রতিষ্ঠানে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একটি কর্মী বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা এবং শুদ্ধাচার কৌশল প্রনয়ন ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করনের মাধ্যম সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই এই নীতিমালার লক্ষ্য।

শুদ্ধাচারের ধারণা ঃ

- শুদ্ধাচার বলতে সাধারণ ভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্র নিষ্ঠা।
- ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- শুদ্ধাচার হচ্ছে সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড যা সামাজিক প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

শুদ্ধাচার চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

পরিবারে শুদ্ধাচার ঃ

জীবনের অধিকাংশ ক্ষেতে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার। এ সমাজে পারিবারিক ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে টিকে আছে এবং তা বৃহত্তর জনগোষ্টির জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের নগরায়ন, বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, গণ মাধ্যমের প্রসার, শিক্ষার বাণিজ্যকরণ প্রভুতি পরিবারের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে।

পরিবারে শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে-

- পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ এবং পরিবারে নৈতিক শিক্ষাদান কে প্রসারিত ও জোরদার করণের মাধ্যমে শুদ্ধাচার চর্চা করা।
- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাতা পিতাদের (Parents) মত বিনিময়ের আয়োজন করা।
- শিশু কিশোর ও তরণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবা মূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান।
- রোল মডেলদের কর্ম ও কীর্তি প্রচার ও প্রসার ঘটানো।
- শিশু কিশোর, পিতা মাতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথ্য বিদ্যালয়, ধর্ম ও ন্যায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিত করণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার ঃ

পরিবারের পর যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশী ও দীর্ঘদিন প্রভাব বিস্তার করে, তা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমন প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুনীরা যেমন বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সেবা ও দক্ষতা লাভ করে তেমনই নৈতিক ধারণা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতির কয়েকটি ধারা রয়েছে। সকল শিক্ষা ধারায় শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে কিছু কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন করা যেতে পারে যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং সাধারণ শিক্ষার নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন।
২. বিদ্যালয় ও ধর্ম ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমুহের তদারকিতে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের তদারকি বৃদ্ধি ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন।

এনজিও ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার ঃ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন এনজিও কাজ করে চলেছে এবং ইতো মধ্যে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী এনজিও সেক্টর হিসেবে প্রতিষ্টা লাভ করেছে। এছাড়া সরকার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনেক শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবি, উন্নয়ন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী স্বত:প্রনোদিত ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছেন-সামগ্রিক ভাবে তারা সুশীল সমাজ হিসেবে পরিচিত। সেবামূলক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সামাজিক, রাষ্ঠীয় ও সংস্কৃতির ভিন্ন ইস্যুতে জনমত গঠন এবং গণ মানুয়ের সচেতনতা সৃষ্টিতে এই সুশীল সমাজ কাজ করে চলেছেন।

দল নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা পরিহার করে আর্থিক স্বচ্ছতা অনুশীলনের মাধ্যম কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি শুদ্ধাচারের মাপকাঠি বলে বিবেচিত।

শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ঃ

- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রনীত আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহন।
- বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন মূখী উদ্যোগের কার্যকর সমন্বয়।
- জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেশন (UNCAC) অনুসারে দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি সমন্বিত কৌশল পত্র প্রণয়ন।

শুদ্ধাচার অর্জনের প্রক্রিয়া ঃ

- প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করণ
- শুদ্ধাচার নিশ্চিত করণের প্রতিষ্ঠান সমূহের লক্ষ্য নির্ধারণ
- লক্ষ্য বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ
- বিজ শুদ্ধাচার কৌশল প্রনয়ন কর্ম পরিকল্পনার উপাদান
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (Institutional Arrangement)
- সচেতনতা বৃদ্ধি (Awareness Raising)
- দক্ষতা উন্নয়ন (Capacity Development)
- আইন কানুন ও বিধি সংস্কার (Reforms of Rules and Regulations)
- সেবার মান উন্নীতকরণ
- স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা (Transparency and Accountability)
- বাজেটে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Budget and Internal Control)
- কর্ম পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ (Monitoring)

শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

- আইনি কাঠামোর মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনা
- দল নিরপেক্ষ ভূমিকা
- কার্যকর পরিবীক্ষণ,আয় ব্যয়ের হিসাব এবং কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশ
- চূড়ান্ত ভাবে রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও সামাজিক প্রথার কাছে দায়বদ্ধতা

এনজিও ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ঃ

- আইন প্রণেতা, নীতি নির্ধারক ও গণমাধ্যমের সাথে মিথষ্ক্রিয়া
- নিবন্ধের জন্য একক নিবন্ধন সংস্থা প্রতিষ্ঠা
- এনজিও সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন
- স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা
- দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা গ্রহন এবং নাগরিকদের মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি
- প্রত্যন্ত এলাকায় অতি দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে কাজ করা
- গর্ভমেন্ট পদ্ধতিতে সংস্কার সাধন ও কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন

বিজ-শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পদ্ধতি ঃ

১. প্রতিষ্টান কর্তৃক শুদ্ধাচার কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারন ও অথরিটিকে অবহিতকরণ।
২. শুদ্ধাচার কমিটি কর্তৃক গ্রাহক কমপ্লায়েন্স ইউনিট গঠন ও উক্ত ইউনিটের ফোকাল পয়েন্ট র্নিধারন।
৩. অথরিটির আইন ও বিধি যথাযথ ভাবে প্রতিপালন।
৪. শুদ্ধাচার নীতিমালা ও যৌন হয়রানী রোধ নীতিমালা আনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।
৫. চাকুরী বিধির যথাযথ প্রয়োগ ও সকল পর্যায়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ।
৬. শুদ্ধাচার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিতকরনের মাধ্যমে কমিটমেন্ট গ্রহন।
৭. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে শুদ্ধাচার বিষয়ে সভার আয়োজন।
৮. সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে শুদ্ধাচার চর্চায় অভ্যস্ত করা।
৯. প্রনোদনা প্রদান ও Motivation এর মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সৎ, সময়ানুবর্তী ও নিয়মানুবর্তী হতে উৎসাহিত করা।
১০. কর্মকর্তাদের জন্য পরস্পরের সাথে knowledge Sharing এর ব্যবস্থা গ্রহন।
১১. Performance Based management নিশ্চিতকরণ।
১২. শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা পরিপন্থী কার্যক্রমের জন্য শাস্তির বিধান নিশ্চিতকরণ।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশের রাষ্ট ও সমাজে দূর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে সরকার কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। রাষ্ট, সুশীল সমাজ ও বেসরকারী খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকলের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে যার আলোকে আমাদের অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি, আমরা শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে একটি দূর্নীতিমুক্ত সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামনে এগিয়ে যাবো -আজ হতে এটাই হোক আমাদের প্রত্যয়।